

সাংবাদিক নির্যাতনের দায়ে সার্জেন্ট আলতাফের বিরুদ্ধে মামলা, বিচার বিভাগীয় তদন্তের নির্দেশ

স্টাফ রিপোর্টার ৯। সাংবাদিক নির্যাতনের অভিযোগে সূত্রাপুর থানার ওয়ারী পুলিশ ফাঁড়ির সার্জেন্ট আলতাফ হোসেন মোল্লার বিরুদ্ধে মামলা দায়ের করা হয়েছে। আদালত মামলাটি বিচার বিভাগীয় তদন্তের নির্দেশ দিয়েছে।

শনিবার সাংবাদিক আমিনুল কবির সুমন ঢাকার সিএমএম আদালতে হাজির হয়ে এই মামলাটি দায়ের করেন। মেট্রোপলিটন ম্যাজিস্ট্রেট জগন্নাথ দাস খোকন আহত বাদীর জবানবন্দী গ্রহণ করে উপরোক্ত আদেশ দেন। আদালতে দায়ের করা মামলার আর্জিতে বলা হয়, সূত্রাপুর থানাধীন ওয়ারী পুলিশ ফাঁড়ি এলাকায় মাদক ব্যবসা, পতিতাবৃত্তি ও অন্য সংঘটিত অপরাধসমূহের ওপর একটি রিপোর্ট প্রদানের জন্য ক্রাইম নিউজ এজেন্সি সাংবাদিক সুমনকে দায়িত্ব দেয়। সুমন এই দায়িত্ব পেয়ে সরজমিনে রিপোর্ট সংগ্রহ করতে গিয়ে পুলিশ ফাঁড়ির ইনচার্জ সার্জেন্ট আলতাফ হোসেন মোল্লার সম্পৃক্ততা পান। এই বিষয়ে সাংবাদিকতার নীতিমালা মেনে আমিনুল কবির সুমন আসামী সার্জেন্ট আলতাফের বক্তব্য নেয়ার জন্য তার সঙ্গে যোগাযোগ করেন। আসামী আলতাফ সাংবাদিক সুমনকে ওয়ারী পুলিশ ফাঁড়িতে যাওয়ার জন্য বলে। সাংবাদিক সুমন তাঁর পেশাগত স্বার্থে গত ১০ আগস্ট বেলা ১১টায় ওয়ারী পুলিশ ফাঁড়িতে উপস্থিত হন। সেখানে আসামী সার্জেন্ট আলতাফ সাংবাদিক সুমনকে অবাস্তর ও অযৌক্তিক প্রশ্ন করে কালক্ষেপণ করে। এক পর্যায়ে সার্জেন্ট আলতাফ সাংবাদিক সুমনকে লাথি মেরে চেয়ার থেকে মাটিতে ফেলে দেয়। রুমের দরজা বন্ধ করে সাংবাদিক সুমনকে দড়ি দিয়ে বেঁধে সিলিংয়ে ঝুলিয়ে বেদম মারধর করে। এতে তিনি জ্ঞান হারিয়ে ফেলেন। এই অবস্থায় তাঁকে ঢাকা মেডিক্যাল কলেজে নিয়ে গিয়ে প্রাথমিক চিকিৎসা দেয়া হয়। পরবর্তীতে আসামী তার অপকর্মকে ঢাকার জন্য সাংবাদিক সুমনের নামে গল্প সাজিয়ে একটি মিথ্যা মামলা দায়ের করে। তাকে আদালতে সোপর্দ করে। সুমন ৬ দিন কারাগারে আটক থাকার পর আদালত থেকে জামিনে মুক্তি পান। মুক্তি পাওয়ার পরপরই তাঁর আত্মীয়স্বজনরা চিকিৎসার জন্য একটি ক্লিনিকে ভর্তি করে। বর্তমানে তিনি সেখানেই আছেন। সাংবাদিক সুমন ঘটনা জানিয়ে থানায় মামলা দায়ের করতে যান। থানা কর্তৃপক্ষ মামলা নিতে অস্বীকার করে। পরে সাংবাদিক সুমন মানবাধিকার বাস্তবায়ন সংস্থার সহায়তায় পুলিশের বিরুদ্ধে একটি নালিশী মামলা দায়ের করেন। বাদী আসামী পুলিশ সার্জেন্ট আলতাফ হোসেনের বিরুদ্ধে দণ্ডবিধির ৩৮৬/৩৮৯/৩১৯/৩২৬/৩৪ ধারার অপরাধ আমলে নিয়ে আসামীর বিরুদ্ধে গ্রেফতারী পরোয়ানা জারির আবেদন জানান।

সাংবাদিক আমিনুল কবির সুমনকে মামলা দায়ের সময় সহযোগিতা করেন এ্যাডভোকেট এলিনা খান ও মাহমুদা আখতার। বাংলাদেশ ইনস্টিটিউট অব হিউম্যান রাইটস এক বিবৃতিতে জানিয়েছেন পুলিশ, নির্যাতনের শিকার সাংবাদিক আমিনুল কবির সুমনের চিকিৎসার দায়িত্বভার গ্রহণ করেছে। একটি অনুসন্ধানী দল মাদারটেকস্ট বাসভবনে গিয়ে সুমনের শারীরিক অবস্থার খোঁজখবর নেয়। এবং তাঁর সুস্থ না হওয়া পর্যন্ত চিকিৎসার সব ব্যয়ভার বহন করবেন বলে মহাসচিব আকরাম হোসেন চৌধুরী জানান।

সাংবাদিক সুমনের ওপর বর্বরোচিত পুলিশী অত্যাচারের তীব্র নিন্দা ও প্রতিবাদ জানিয়েছেন হিউম্যান রাইটস রিভিউ সোসাইটির চেয়ারম্যান এ্যাডভোকেট মোঃ সাইদুল হক সাঈদ।